দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 19 NOV 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

ঢাকা ভার্সিটি ঃ সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িতদের তালিকা তৈরি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকান্ড, গোলাগুলি, বোমাবাজি, ভাঙচুর, জোর-পূর্বক চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত প্রায় ১শ' জন আর্মড ক্যাডারের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখা ওই তালিকা তৈরি করেছে বলে পুলিশের একটি সূত্রে জানা গেছে।

একই সূত্রে জানা গেছে যে, গত কয়েক বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত কয়েকজন ছাত্রের হত্যাকান্ড, গোলাগুলি ও বোমাবাজিতে অনেক আহত, ভাঙচুর এবং জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে রমনা থানায় দায়েরকৃত মামলার আসামীদের নাম ওই তালিকার প্রথমে রয়েছে। তাছাড়া গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কয়েকজনের নাম পাওয়া গেছে। তাদের নামও তালিকায় আছে। তালিকা-ভুক্তদের মধ্যে রয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (ম-ই), ছাত্রলীগ (বা-কা), ছাত্রলীগ (মি-ল)সহ সরকার-বিরোধী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের আর্মড ক্যাডার গ্রুপের নেতা ও কর্মীরা। এসব সংগঠনের বহিরাগত আর্মড ক্যাডার, যারা বিভিন্ন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকান্ড, গোলাগুলি, বোমাবাজি, ভাঙচুরসহ সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত ২০/২৫ জন যুবকের নামও তালিকাভুক্ত আছে।

পুলিশের একটি সূত্রে বলা হয়েছে যে, ওই প্রায় ১শ' জন আর্মড ক্যাডারের হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা জিম্মি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৮/১০ হাজার ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। বাকি ছাত্রছাত্রীরা নির্বাচনে ভোট দেয়া ছাড়া সাধারণ ছাত্র রাজনীতির অন্য কোন কর্মকান্ডে জড়িত থাকে না। তবে বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয় ইস্যুতে কোন কোন সময় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম কর্মসূচীর

সন্ত্রাস ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

সন্ত্রাস ঃ ক্যাডারের তালিকা তৈরি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভিত্তিতে সরকারবিরোধী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়। '৯০ সালে এরশাদ হঠাও আন্দোলন তার প্রমাণ। অন্যান্য সময়েও বিশেষ বিশেষ ইস্যুতে সরকার-বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়। তবে তা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। নানা কারণে বিশেষ করে দলীয় স্বার্থে ঐক্য ভেঙে যায়।

ওই সূত্রে আরো জানা গেছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকান্ড, গোলাগুলি, বোমাবাজি, ভাঙচুর, জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের ঘটনায় জড়িতদের এখনো ১৫ জন কারাগারে আছে। ১৫/২০ জন জামিনে মুক্তি পেয়েছে। জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত থাকে বলে জানা গেছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার একজন কর্মকর্তা বলেছেন যে, কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্মড ক্যাডারদের যে তালিকা তৈরি করা হয়েছে তাদের গ্রেফতারের জন্য ওই শাখার ৩টি বিশেষ দল তৎপরতা চালাচ্ছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য তাদেরকে গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করা একান্ত প্রয়োজন বলে ওই কর্মকর্তা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, দলমত নির্বিশেষে এসব আর্মড ক্যাডারদের গ্রেফতার করা হবে। এ ক্ষেত্রে পুলিশের আপদ-বিপদ আছে। এটা জেনে-শুনেই পুলিশ অফিসারদের নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করা ছাড়া উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস আলীর সমর্থক ৩ জন আর্মড ক্যাডারকে অস্ত্রশস্ত্রসহ গ্রেফতার করা হয়েছে।